দৈনিক জনকণ্ঠ

252

তারিখ APR. 27 2000

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে পত্রপত্রিকার খবর পর্যবেক্ষণ করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিগত এসএসসি পরীক্ষার মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর পর্যবেক্ষণ করবে। এসব খবরের সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রতিবেদন মিলিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করা হবে। এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে একটি বেসরকারী আর্থ-সামাজিক

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

এইচএসসি পরীক্ষাকেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানকে। নকল ও সহিংসতার জন্য যে বা যারাই দায়ী তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত ও ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। খবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ''সংবাদপত্রে ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা'' শিরোনামে অর্ধশতাধিক পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন অতিসম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে গত মার্চে সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত খবর পরিবেশনে সংবাদপত্রের প্রবণতা, পর্যবেক্ষণ উল্লেখসহ শিক্ষা বোর্ডগুলোর নিজস্ব প্রতিবেদনের সঙ্গে তা মিলিয়ে প্রতিটি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বিত প্রতিবেদনে বিগত এসএসসি পরীক্ষায় নকলপ্রবণতার একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরীক্ষাকেন্দ্র, পরীক্ষক, কেন্দ্র সচিবসহ অসাধু প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে এইচএসসি পরীক্ষায়ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র ও আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পর শিক্ষা বোর্ডগুলোর নিজস্ব প্রতিবেদনের সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে একটি বেসরকারী সংস্থা মূল প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সূত্র জানায়, বিগত এসএসসি পরীক্ষায় মফস্বলে কিছু অখ্যাত পত্রিকার সংবাদদাতা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে নকলের মহোৎসব চলেছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। আবার সত্যিকার নকলের মহোৎসব চললেও আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে বা পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে কতিপয় সংবাদদাতা বেমালুম চেপে গেছে। বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা করতে গিয়ে এই বিপরীতধর্মী চিত্র পেয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা জনকণ্ঠকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য—মিডিয়া ওয়াচের মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কে সত্যিকার চিত্র পাওয়া। মফস্বল সংবাদদাতারা যদি সত্যিকার চিত্র তুলে ধরেন তাহলে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই সহজ হবে। ওই কর্মকর্তা বলেন, পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সাংবাদিক পরিচয় দিলেই তাকে হলে ঢুকতে দেয়া হয় না। নিয়মকানুন মেনে প্রয়োজনে একজন সংবাদদাতা হলে ঢুকতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রেও কর্মকর্তারা পরীক্ষার্থীদের ব্যাঘাত ঘটবে কি-না তা খেয়াল রাখবেন।